দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 09 NOV 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ ...

32

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পরীক্ষা শুরুর ব্যাপারে অনিশ্চয়তা

।। রুহুল গনি জ্যোতি ।।

সন্ত্রাসের কারণে বন্ধ ঘোষিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগামী ১২ই নভেম্বর থেকে অনুষ্ঠেয় পরীক্ষাসমূহ আদৌ শুরু হবে কিনা তা নিয়ে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রচণ্ড অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে।

যদিও বিবদমান ছাত্র সংগঠন দু'টির নেতৃবৃন্দ গত ৭ই নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে পরীক্ষা চলাকালে ক্যাম্পাস পরিস্থিতি অনুকূলে রাখার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। তবুও ক্যাম্পাসে বিরাজমান বর্তমান পরিস্থিতির কারণে

পরীক্ষা ঃ পৃঃ ৮ কঃ ৬

পরীক্ষা ঃ শুরুর ব্যাপারে অনিশ্চয়তা

(১ম পাতার পর)

পরীক্ষার্থীদের মন থেকে সন্দেহ ও অনিশ্চয়তা কাটছে না।

গত ২৪শে অক্টোবর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব পরীক্ষা শুরু হয়। কিন্তু গত ২৭শে অক্টোবর ছাত্রলীগ (আ-অ) ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সমর্থকদের মধ্যে ভয়াবহ বন্দুকযুদ্ধের পর বিরাজমান পরিস্থিতির কারণে পরীক্ষাসমূহ স্থগিত ঘোষণা করা হয়। গত মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আগামী ১২ই নভেম্বর থেকে এসব পরীক্ষা অনুষ্ঠানের পুনরায় তারিখ ঘোষণা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণী ও বর্ষের এসব পরীক্ষায় প্রায় ১০ হাজার পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবে। পরীক্ষাসমূহের মধ্যে ১৯৮৮ সালের মাস্টার্স ডিগ্রী পরীক্ষাটি ইতিপূর্বে ৬ বার পিছিয়ে যায়।

এদিকে গত ২৭শে অক্টোবর ক্যাম্পাসে ভয়াবহ বন্দুকযুদ্ধের পর ক্যাম্পাস পরিস্থিতির কোন উন্নতি হয়নি। সন্ত্রাস দমনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারের ব্যর্থতার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বর্তমানে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি পালন করছেন। তবে পরীক্ষার্থীদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি গত ৫ই নভেম্বর অনুষ্ঠিত সভায় পরীক্ষাসমূহ ধর্মঘটের আওতা বহির্ভূত রাখার সিদ্ধান্ত নেন। সভায় পরীক্ষার্থী ও পরীক্ষা কার্যে নিয়োজিত শিক্ষকদের পূর্ণ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ও পরীক্ষাসমূহ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসেই নির্ধারিত প্রথায় অনুষ্ঠানেরও দাবী করা হয়।

সংঘর্ষের পর থেকেই পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় টহল জোরদার করেছে। অস্ত্রধারীরাও বিভিন্ন হলে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি হলের প্রভোস্ট জানিয়েছেন, তাদের হলে বিরাজমান পরিস্থিতি পরীক্ষা গ্রহণের জন্যে আদৌ উপযোগী নয়। এসব হল প্রকৃতপক্ষে অস্ত্রধারীদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে উক্ত প্রভোস্টরা জানান।

এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শাহ মোহাম্মদ হাবিবুর রহমানের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, আমাদের